দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

কুমিল্লায় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

■ চান্দিনা ও বুড়িচং (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যস্ততম ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ফোর লেনে উন্নীতকরণ হলেও প্রকল্পের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও নকশায় হুমকির মুখে পড়েছে হাজার হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থীর জীবন। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে চান্দিনা উপজেলার ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দশ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীসহ কুমিল্লা জেলার আরো কয়েক হাজার শিক্ষার্থী।

ঢাকা-কুমিল্লা ফোর লেন সড়ক

২৫ ফুট প্রশস্ত পাকা সড়ক ফোর লেনে উন্নীত হয়ে ৫০ ফুট প্রশস্ত সড়কে পরিণত হলেও মাঝে ডিভাইডার বা ফুটওভার ব্রিজ না থাকায় মারাত্মক বেকায়দায় পড়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অবস্থিত স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা।

প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের লাল পতাকা উঁচিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাস্তা পারাপার করালেও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় জীবন বাজি রেখে রাস্তা পার হয়ে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে। যে মহাসড়কে প্রতি মিনিটে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ যানবাহন যাতায়াত করে সেখানে স্কুলগুলোর স্থানে ট্রাফিক সিগনাল, ফুটওভার ব্রিজ, জেব্রাক্রসিং এমনকি রোড ডিভাইডারও না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিনে ঘুরে চান্দিনা গোবিন্দপুর থেকে দাউদকান্দির ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ২২ কিলোমিটার এলাকায় ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ২টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ মোট ৩টি কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়ক পার হয়ে স্কুল-কলেজ মাদ্রাসায় যাতায়াত করছে। বিদ্যাপিঠগুলোর অধিকাংশই মহাসড়ক সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নাওতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেরনখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুটুম্বপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুটুম্বপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গোবিন্দপুর আলী মিয়া ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দিনা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দিনা ডা. ফিরোজা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাধাইয়া ছাদিম উচ্চ বিদ্যালয়, কেরনখাল উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দিনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মাধাইয়া মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি কলেজ, চান্দিনা আল-আমিন কামিল মাদ্রাসা, নাওতলা ইসলামীয়া আলীম মাদ্রাসা, গোমতা দাখিল মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া দাউকান্দি টোল প্লাজা থেকে চৌদ্দগ্রামের মোহাম্মদ আলী পর্যন্ত ৯৯ কিলোমিটার মহাসড়ক সংলগ্ন বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও একই রকম ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে মারাত্মক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।